



Ganesh Infracore Ltd.

(Formerly Known As "Ganesh Infracore Pvt. Ltd." & "Ganesh International")
CIN: L46620WB2024PLC268366



Date: April 28th 2025

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block-G,
Bandra Kurla Complex, Bandra,
Mumbai-400051, Maharashtra

Scrip Code: GANESHIN

Dear Sir/Madam,

Sub: Publication of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025 in the Newspapers

We are enclosing herewith the copies of Newspaper Publication of the Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Year ended March 31, 2025 as published in Financial Express (English Newspaper) and Ek Din (Bengali Newspaper) on 27th April, 2025 in terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The same is being made available on the website of the Company at www.ganeshinfra.com.

This is for your information and record.

Thanking You,

For Ganesh Infracore Limited

Vibhoar Agrawal
Managing Director
DIN: 02331469



৩৫০ কেজি নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এলাকায় হানা দিয়ে প্রায় ৩৫০ কেজির মত নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনা খানাকুলের নতিবপুর এলাকায়। খানাকুল থানার ওসি মুন্সি হামিদুর রহমানের নেতৃত্বে এই অভিযান চলে। উল্লেখ্য, খানাকুলের এই নতিবপুরে প্রায় প্রতিটি ঘরেই এই সমস্ত বাজি তৈরি করেন এলাকার বাসিন্দারা। দুর্গাপূজা বা কালীপূজা উপলক্ষে এই এলাকার শব্দবাজি ও আতসবাজি উৎসব। এই এলাকার বাজি আশপাশের বেশ কয়েকটি কেলার রপ্তানি হয়। এছাড়াও বিবাহ বা অন্যান্য অনুষ্ঠানেও বছরের বিভিন্ন সময়ে মানুষজন এই এলাকা থেকে শব্দবাজি ও আতস বাজি কিনে নিয়ে যান। অথচ এদের কোনও সরকারি অনুমোদন নেই বলেই অভিযোগ। তাই বিভিন্ন সময়ে বার বার হানা দেওয়া হয়েছে এই এলাকায় নিষিদ্ধ শব্দবাজি তৈরি হয়। আর পুলিশও সেই বাজি হানা দিয়ে উদ্ধার করে। নতিবপুর খানাকুলের একেবারেই প্রত্যন্ত এলাকা। মুন্সেফরী নদীর তীরেই এই গ্রাম অবস্থিত। যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এখনও উন্নতি হয়নি। সেই এলাকা থেকে পুলিশ হঠাৎই হানা দেয় ও এই শব্দবাজিগুলি বন্দোবন্দি অবস্থায় উদ্ধার করে। ২০২৬ এর বিধানসভা ভোটের আগে এই বস্তা বাজি উদ্ধার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষক নেতারা। পুলিশের এই তৎপরতায় খুশি খানাকুলের মানুষ।

অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং উদ্বোধনে সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের চাঁদবিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদবিলা এসসি হাইস্কুলের অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই স্কুলে অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কালীপদ সরেন। ওই অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক সুনীল মুর্মু, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের শিক্ষা দফতরের কর্মাধ্যক্ষ সুনাম সাহ, নয়াগ্রাম ব্লক ডপমূল কংগ্রেসের সভাপতি পেশো রাউৎ, নয়াগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা বেরা, বিশিষ্ট সমাজসেবী সজন হীসাদা, গুরুপদ মুর্মু সহ অন্যান্যরা। এদিন ফিতে ফেটে নতুন অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং এর উদ্বোধন করা হয়। জানা গিয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে এদিনের এই অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং এর উদ্বোধন করা হয়। ঝাড়গ্রাম লোকসভার সাংসদ কালীপদ সরেনের সাংসদ তহবিল থেকে ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করে তৈরি করা হয় একাডেমিক বিল্ডিং। যার ফলে খুশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী সহ এলাকার সর্বস্তরের মানুষজন। ওই বিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক বিল্ডিংয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কালীপদ সরেন বলেন, ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা জন্য ওই অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণের অর্থ তার সংসদ তহবিল থেকে দেওয়া হয়েছে।

দেহ সংরক্ষণের টাকা নিয়েও গাফিলতির অভিযোগে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের মিশ্রপাড়া এলাকায় নিজের বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তারলক্ষ্য মিশ্র। স্থানীয় বাঁকুড়া সেবা নিকেতন নার্সিংহোমে এক চিকিৎসক বাড়িতে গিয়ে দেখে পরীক্ষা করে তারলক্ষ্যকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কর্মসূত্রে মৃতের ছেলে ও মেয়ে দু'জনই দক্ষিণ ভারতে থাকায় তারা গুজরার বাঁকুড়ায় ফিরতে পারেননি। ছেলে ও মেয়ে বাঁকুড়ায় না ফেরা পর্যন্ত বহু সংকার না করে স্থানীয় বাঁকুড়া সেবা নিকেতন নার্সিংহোমে কুলিং চেম্বারে তা সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেয় মৃতের পরিবার। মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য ঘণ্টা পিছু মোটা অঙ্কের বিল দাবি করে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। তা দিতেও রাজি হব মৃতের পরিবার। ঘটনার খবর পেয়ে শনিবার মৃতের ছেলে ও মেয়ে বাঁকুড়ায় ফিরলে পরিবারের লোকজন দেহ আনতে নার্সিংহোমে যান। অভিযোগ, নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ দেহ নেওয়ার আগে তীব্র গর্হের আতর নিয়ে আসার কথা বলে। এতেই সন্দেহ হয় পরিবারের। পরে কুলিং চেম্বার থেকে দেহ বের করে আনতে গেলে মৃতের পরিজনরা দেখেন দেহে রীতিমতো পচন ধরেছে। আর এতেই নার্সিংহোমের মেন গेट বন্ধ করে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে মৃতের পরিজনরা।

কিছু শকুন দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ডেডবডি দেখলেই সেখানে উড়তে শুরু করে: সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় মৃত মনীশরঞ্জনের মৃতদেহ পুরুলিয়ার বালদায় পৌঁছায়। মৃতের বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার পর ফেরার পথে গোঘাটের বেলি এলাকায় সন্ত্রাসবাদী হামলা নিয়ে করা প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি সরাসরি বলেন, কিছু শকুন থাকে, যারা দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ডেডবডি দেখলেই সেখানে উড়তে শুরু করে। এই শকুনের কোনও দিন ঠিক করতে পারবেন না। এরা বরাবর একই ধরনের কথা বলেছে, সন্ত্রাসবাদীদের কোনও ধর্ম হয় না। অথচ ধর্ম দেখে দেখে মারা হয়েছে। আপনারা দেখেছেন। এখন বলায় সময় এসেছে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার উপায় নেই। এই ধরনের ধর্মীয় উগ্রতা বন্ধ হওয়া উচিত।

পাশাপাশি তিনি শ্রীরামপুরের সেনা জওয়ান পূর্ণমকুমার সাইয়ের পাকিস্তানের হাতে আটক হওয়া প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি সেনা জওয়ানের বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেছি। তবে ছগলির শ্রীরামপুরের পূর্ণমকুমার সাই পাকিস্তানে আটক আছে। তাঁকে আমরা ফেরত আনতে পারব। সেই বিশ্বাস আছে। আমাদের সরকার সবরকম চেষ্টা করছে। এর আগেও অনেককে ফেরত এনেছি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওপর ভরস রাখুন। পাকিস্তানি সেনা পাঠানকোট থেকে ধরে নিয়ে গেছে। তারা নিশ্চয়ই ফেরত দিয়ে দেবে। কারণ সে যুদ্ধ করতে গিয়ে আটক হয়নি। বর্ডার থেকে তুলে নিয়ে গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই জেনিভা যুদ্ধি অনুযায়ী তাঁকে ফেরত দেওয়ার কথা।'

আরামবাগ হয়ে কলকাতা ফিরছিলেন। জানা গিয়েছে, পুরুলিয়ার বালদায় বাসিন্দা মনীশরঞ্জন কাশ্মীরের জঙ্গি হামলায় মারা যান। তার দেহ বাড়িতে পৌঁছলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বাড়িতে যান এবং মৃতের পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেন। পাশে থাকার বার্থা দেওয়ার পাশাপাশি কঠোর শাস্তির দাবি তোলেন। অপরদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, 'কাশ্মীরে হিন্দুদের বেছে বেছে মারা হয়েছে। আমরা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তির দাবি তুলছি। এদিন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার পুরুলিয়া থেকে কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় মৃত মনীশ রঞ্জনের বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে ফিরছিলেন। আমরা তাঁকে গোঘাটের বেলিতে স্বাগত জানাই।'

শকুন্তলা কালীর ১৩৬ তম পূজোয় ভক্তদের সমাগম, কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ছগলি: ব্যাপক সংখ্যক মানুষের ভিড় সামাল দিতে প্রথম থেকেই তৈরি ছিল প্রশাসন ও মন্দির কর্তৃপক্ষ। প্রথম থেকেই গোটা এলাকা মুড়ে ফেলা হয় সিটিসিভিতে। আগের দিন রাত ১২টা থেকে শুরু হয় ছগলির কোমণ্ডারের শকুন্তলা কালীপূজার জল ঢালা পর্ব। ঘোচানো কয়েক লক্ষ পূণ্যার্থীরা গঙ্গা থেকে স্নান করে, সোজা পৌঁছে যান মায়ের বেদিতে জল ঢালতে। সারা রাত বয়ে চলে এই জল ঢালা পর্ব। কয়েকশো পুলিশকর্মী সহ প্রায় সাড়ে ৩০০ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয় এই কাজে। কেননা প্রশাসন এবং মন্দির কমিটির মূল লক্ষ্য ছিল, যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াই। কালীপূজার জল ঢালা পর্ব শুরু হওয়ার আগে থেকেই মন্দির সংলগ্ন এলাকাকে সাজিয়ে তোলা হয় উৎসবের মেজাজে। কেননা শুধুমাত্র ছগলি জেলা নয়, জেলার বাইরের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু সংখ্যক মানুষ আসেন এই পূজো উপলক্ষে। একদিকে যেমন নৈহাটের বড়মার মাহায়া রয়েছে ঠিক তেমনিই ছগলিতে মাহায়া রয়েছে শকুন্তলা কালী মায়ের। প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও কয়েক লক্ষ মানুষ মায়ের বেদিতে পূর্ণ অর্জনের জন্য জল ঢালতে আসেন। গঙ্গাস্নান করে মোট তিনটি রুটে তারা পৌঁছেন মায়ের বেদিতে জল ঢালায় জন্য। এই পূজো উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

মায়ের পূজো পড়েছে। শনিবার দুপুরে মায়ের প্রতিমা মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। সঙ্গে থেকে হবে পূজো, দুপুর থেকে ভক্তদের চমক পড়তে শুরু করেছে সন্ধ্যা থেকে রাত যত গড়াবে তত হাজার হাজার ভক্ত মন্দিরে চলে আসবে এই পূজার বিশেষত্ব জানা গেল পাঠাবলি হলে। পূজা শেষ হওয়ার পর একদম উজালয়ে মায়ের গমন। সারা বছর মন্দিরে বেদিতে ঘটপূজো হয়। এই প্রসঙ্গে কোমণ্ডার মা শকুন্তলা কালীর মায়ের পূজো কমিটির সম্পাদক জানালেন, 'আমাদের এখানে মায়ের এই পূজো বহু প্রাচীন তা এবার ১৩৬ বছরে পড়ল। মাকে দুপুরে নিয়ে আসা হয় সন্ধ্যা থেকে পূজো শুরু হয়। তারপর উষা লগ্নে মায়ের পূজা। প্রচুর ভক্তরা আসেন দূর-দূরান্ত থেকে নানা জেলা থেকে আসে ভক্তরা তারা পূজো দেয় মায়ের বেদিতে জল ঢালেন অতীতে দিগ্বিদিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে প্রচুর, প্রচুর পুলিশ দেওয়া হয় থাকছে এমন কোন সিনি কামেরা মহিলা পুলিশ ও আছে, প্রচুর ভিডিও হব। এছাড়া আমরা গরিবদের জন্য স্কুল করছি। গুরুত্বপূর্ণ দেওয়া হয় ও নানা সমাজসেবামূলক কাজ হয়। মতো মতো আরও কাজ করা করার চেষ্টা করব আমরা সবার সহযোগিতা চাই।' এই উপলক্ষে এখানে ১০-১২ দিন ধরে মেলা বসে প্রায় লাখখানেক ভক্তের সমাগম। কোমণ্ডার পুরসভার তরফে পুরকর্মীরাও রাত জেগে পরিষেবা প্রদান করেন পূণ্যার্থীদের। পুরসভার তরফ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক মজুত রাখা হয়েছে।

টাকার বিনিময়ে গাছকাটার ছাড়পত্রের অভিযোগ পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: টাকার বিনিময়ে বৃহৎ এক অশখ গাছ কাটার ছাড়পত্র দেওয়ার অভিযোগ উঠল পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। অনুমোদনের আগেই কেটে ফেলা হয় গাছের সকল ডালপালা। ঘটনার জেরে কাঠগড়ায় প্যারাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান। স্থানীয়দের দাবি, পঞ্চায়েত ও বনদপ্তরকে সোটিং করে দু'আড়াই লক্ষটাকা মূল্যে গাছটি কাটার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তাঁরা জানান, গাছটি পিডরিউভার জায়গায় অবস্থিত। অথচ কাটার বেশি গাছটি ডালগুলি কেটে নিয়েছেন। ঘটনার জেরে বেশি বিতর্কের দানা বেধেছে গলসি ১ নং ব্লকের প্যারাজ গ্রামে।

জনা গিয়েছে, প্যারাজ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের ১০০ মিটার দূরে প্যারাজ শিল্পা রাস্তার লাগায়ো অবস্থিত ওই গাছটি। যেটি এলাকার মানুষকে ছায়া দান করত। আচমকা বৃহৎ ওই গাছের বড় বড় ডালগুলি ফিরতে পারেননি। ছেলে ও মেয়ে বাঁকুড়ায় না ফেরা পর্যন্ত বহু সংকার না করে স্থানীয় বাঁকুড়া সেবা নিকেতন নার্সিংহোমে কুলিং চেম্বারে তা সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেয় মৃতের পরিবার। মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য ঘণ্টা পিছু মোটা অঙ্কের বিল দাবি করে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। তা দিতেও রাজি হব মৃতের পরিবার। ঘটনার খবর পেয়ে শনিবার মৃতের ছেলে ও মেয়ে বাঁকুড়ায় ফিরলে পরিবারের লোকজন দেহ আনতে নার্সিংহোমে যান। অভিযোগ, নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ দেহ নেওয়ার আগে তীব্র গর্হের আতর নিয়ে আসার কথা বলে। এতেই সন্দেহ হয় পরিবারের। পরে কুলিং চেম্বার থেকে দেহ বের করে আনতে গেলে মৃতের পরিজনরা দেখেন দেহে রীতিমতো পচন ধরেছে। আর এতেই নার্সিংহোমের মেন গेट বন্ধ করে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে মৃতের পরিজনরা।

মায়াপুরের ইসকনের এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই সূত্রে তার প্রথম তিনি এই কাজ করেন। তারপর থেকে এটাকেই তিনি পেশা হিসেবে বেছে নেন। পাশাপাশি গ্রামেরই ১৫-১৬ জন মুসলিম মহিলাকেও কাজ শিখিয়ে তিনি স্বাবলম্বী করেছেন। অন্যদিকে ভিন গ্রামের হিন্দু মহিলারাও তাঁর থেকে এই কাজ শিখে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কাজ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। হযরতের কথায়, 'আমরা হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ দেখি না।' এই জগমালার থলি তৈরি করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। এভাবেই সস্ত্রীতির এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে চলেছেন এই এলাকার হযরত, রূপিয়া, আনোয়ারা, শাহানারা, রুনা খাতুনোরা। স্থানীয় সিংহজলি মসজিদ পাড়া এলাকার হযরত মণ্ডল এমরয়ডারির কাজের জন্য দিল্লিতে যান। সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে আসার পরে জগমালার থলি তৈরি করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। এভাবেই সস্ত্রীতির এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে চলেছেন এই এলাকার হযরত, রূপিয়া, আনোয়ারা, শাহানারা, রুনা খাতুনোরা। স্থানীয় সিংহজলি মসজিদ পাড়া এলাকার হযরত মণ্ডল এমরয়ডারির কাজের জন্য দিল্লিতে যান। সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে আসার পরে

হিন্দুদের জপমালার থলি তৈরি হযরত মণ্ডলের হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: 'মোরা একই বৃত্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়ন মনি হিন্দু তাহার প্রাণ...' দেশজুড়ে যতই সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা থাকুক না কেন কবির এই লাইনগুলিকে সত্যি করে দাঁখ ১৫ বছর ধরে হিন্দুদের জপমালার থলি তৈরি করে সস্ত্রীতির এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে চলেছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সিংহজলির বাসিন্দা হযরত মণ্ডল। শুধু তাই নয়, নিজের নিমুণ হাতে তাতে ফুটিয়ে তুলছেন হিন্দুদের নানা দেবদেবীর ছবি।

বিগত ১৫ বছর ধরে হিন্দু দেবদেবীর বিভিন্ন ছবি এমরয়ডারির কাজের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলছেন জপমালার থলিতে। এখানেই তিনি খেমে থাকেননি। এই শিল্পকলার মাধ্যমে তিনি কর্মসংস্থানের দিশ দেখিয়েছেন। তাঁর হাত ধরে তার স্ত্রী রূপিয়া খানুন বিবি সহ গ্রামের আরো মুসলিম মহিলারা তার কাছে কাজ শিখে এই জপমালার থলি তৈরি করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। এভাবেই সস্ত্রীতির এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে চলেছেন এই এলাকার হযরত, রূপিয়া, আনোয়ারা, শাহানারা, রুনা খাতুনোরা। স্থানীয় সিংহজলি মসজিদ পাড়া এলাকার হযরত মণ্ডল এমরয়ডারির কাজের জন্য দিল্লিতে যান। সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে আসার পরে



জপমালার থলি তৈরি করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। এভাবেই সস্ত্রীতির এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে চলেছেন এই এলাকার হযরত, রূপিয়া, আনোয়ারা, শাহানারা, রুনা খাতুনোরা। স্থানীয় সিংহজলি মসজিদ পাড়া এলাকার হযরত মণ্ডল এমরয়ডারির কাজের জন্য দিল্লিতে যান। সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে আসার পরে

জমি বিবাদে বাড়ি থেকে ডেকে গুলির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কেতুগ্রাম: মুর্শিদাবাদ থেকে এসে বাড়ি থেকে ডেকে এক ব্যক্তিকে গুলি করার অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গিয়েছে, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই প্রাণে মারার উদ্দেশ্যে গুজরার রাতে ৬-৭ জনের দল সশস্ত্র অবস্থায় ঘিরে ধরে গুলি চালায়। গুলিবদ্ধ ব্যক্তি চিকিৎসাধীন কাটোয়া হাসপাতালে। নাম নসিয়ত শেখ। অভিযুক্তরা গুলিবদ্ধ ব্যক্তির পূর্ব পরিচিত বলে জানা গিয়েছে। অভিযুক্তদের তালিকায় এক পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছে বলে অভিযোগ নসিয়ত শেখের। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ হলেও জখম ব্যক্তি কেতুগ্রামের কেউগড়ি গ্রামে গত কয়েক বছর ধরে বসবাস করছিল। ঘটনার পর অভিযুক্তরা পলাতক। জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ কেউগড়ির বাড়িতে ছিল নসিয়ত শেখ। কর্ণসুবর্ণ এর পরিচিত তাঁকে ডেকে রাস্তায় আসতে বলে। নসিয়ত শেখের রাস্তার মোড়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি টাটাসু মো গাড়ি ও চারটি মোটর বাইক এসে দাঁড়ায় বলে অভিযোগ, কয়েকজন গাড়ি থেকে নেমেই আয়োয়াল্ল বার করলে নসিয়ত শেখ হাত দিয়ে চেষ্টা করে। তৎক্ষণাৎ গুলি চালিয়ে দেয় অভিযুক্তরা। গুলি

বাগে নসিয়তের হাতে। গুলিবদ্ধ অবস্থায় দৌড়ে পালিয়ে গাং বাটান। তার চিংকারে আশপাশের লোকজন বেরিয়ে এলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। রাতেই খবর পেয়ে জখম নসিয়তকে উদ্ধার করে কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি করায় পুলিশ। নসিয়ত শেখের দাবি, কর্ণ সুবর্ণগ্রামে পারিবারিক জমি সংক্রান্ত বিবাদে তাঁকে প্রাণে মারতেই মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছিল অভিযুক্তরা। কিন্তু পুলিশের বক্তব্য, গুলিতে জখম হননি, আঘাত লেগেছে। পরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।



বাগে নসিয়তের হাতে। গুলিবদ্ধ অবস্থায় দৌড়ে পালিয়ে গাং বাটান। তার চিংকারে আশপাশের লোকজন বেরিয়ে এলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। রাতেই খবর পেয়ে জখম নসিয়তকে উদ্ধার করে কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি করায় পুলিশ। নসিয়ত শেখের দাবি, কর্ণ সুবর্ণগ্রামে পারিবারিক জমি সংক্রান্ত বিবাদে তাঁকে প্রাণে মারতেই মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছিল অভিযুক্তরা। কিন্তু পুলিশের বক্তব্য, গুলিতে জখম হননি, আঘাত লেগেছে। পরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জঙ্গলমহলের দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বর্ষবরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'এসো হে বৈশাখ এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।' নতুন বছরের নতুন দিনে রবি ঠাকুরের এই গান যেন আকাশে বাতাসে শোনা যায়, যদিও পয়লা বৈশাখ বেশ কয়েকদিন আগেই পেরিয়েছে। তবুও বৈশাখলি মনে গেঁথে রয়েছে নতুন বছরের নতুন খেঁহা।



রাজজুড়ে দিকে দিকে পয়লা বৈশাখের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে। কোথাও নৃত্য কোথাও গান কোথাও কবিতা আবৃত্তি কোথাও আবার প্রভাতফেরির মধ্য দিয়ে নতুন বছরের নতুন দিনটা পালন করেছে সকল জেলার অন্যতম বনামঞ্চল অনন্য সুন্দরী জয়পুরের

বনফুল রিসর্ট। এদিন অভিনব ভাবে বনফুল রিসর্টে নতুন বছরকে স্বাগত জানা হলে। জঙ্গলমহলের দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বনফুল রিসর্টে একটি অভিনব বর্ষবরণ অনুষ্ঠান করা হল। সেখানে জঙ্গলমহলের দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের এনে গান নাচ আবৃত্তির মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাল বনফুল রিসর্ট ও দুস্থ ছাত্রছাত্রীরা। আনন্দের সঙ্গে বাঙালির ভূরিভোজেরও আয়োজন ছিল এই অনুষ্ঠানে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করণ-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬৩/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

স্টেট অ্যান্ড ট্রেসারি রিকর্ডার্স ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গेट নং ১, বর্ধমান-৭১৩ ১০৫-ই-মোবাইল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিশেষ: নাম: অভিজিৎ চক্রবর্তী, ই-মেইল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৯৪৪৮৮৮৮

স্বাগত পরিচালনার তারিখ: ০৩.০৫.২০২৫, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৩.০০টা

ক্র. নং-১ [৮(৬)-তে বদোবস্ত দেখুন]

১৫.০৮.২০২৩ অনুযায়ী ৩৬,৭৮,০৩৬.৪৬ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার আটতাল্লিশ হাজার আটশত ষাটতিন পঞ্চাশ মাত্র) + তার উপর আরও সুস + অন্যান্য বস্তু এবং বার পূর্ণকালিকার জন্য যা সুরক্ষিত পাতনাদেশের কাছে মেসার্স কিম্বা অ্যাগেই ইন্ডাস্ট্রিজ, স্বত্বাধিকারী- শ্রী জিতাজ গোশ্বামী, জামিনদার- শ্রীমতী গুণী গোশ্বামী -এর বকেয়া হয়ে গেছে।

৩৪.৯৩ লক্ষ টাকা এবং এবং বাকী অর্থ করাতে হবে ০.৪৯,৩০০.০০ টাকা
দর স্থিরের পরিমাণ: ৫০,০০০.০০ টাকা।

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তথ্যিত ভবন পরিমাণ ১৭.৫ ডেসিমাল, গ্রাম: কোতুলপুর, মৌজা: কোতুলপুর, জে.নং ৫১, এল.নং ৫১১, এল.নং ৫১২, এল.নং ৫১৩, এল.নং ৫১৪, এল.নং ৫১৫, এল.নং ৫১৬, এল.নং ৫১৭, এল.নং ৫১৮, এল.নং ৫১৯, এল.নং ৫২০, এল.নং ৫২১, এল.নং ৫২২, এল.নং ৫২৩, এল.নং ৫২৪, এল.নং ৫২৫, এল.নং ৫২৬, এল.নং ৫২৭, এল.নং ৫২৮, এল.নং ৫২৯, এল.নং ৫৩০, এল.নং ৫৩১, এল.নং ৫৩২, এল.নং ৫৩৩, এল.নং ৫৩৪, এল.নং ৫৩৫, এল.নং ৫৩৬, এল.নং ৫৩৭, এল.নং ৫৩৮, এল.নং ৫৩৯, এল.নং ৫৪০, এল.নং ৫৪১, এল.নং ৫৪২, এল.নং ৫৪৩, এল.নং ৫৪৪, এল.নং ৫৪৫, এল.নং ৫৪৬, এল.নং ৫৪৭, এল.নং ৫৪৮, এল.নং ৫৪৯, এল.নং ৫৫০, এল.নং ৫৫১, এল.নং ৫৫২, এল.নং ৫৫৩, এল.নং ৫৫৪, এল.নং ৫৫৫, এল.নং ৫৫৬, এল.নং ৫৫৭, এল.নং ৫৫৮, এল.নং ৫৫৯, এল.নং ৫৬০, এল.নং ৫৬১, এল.নং ৫৬২, এল.নং ৫৬৩, এল.নং ৫৬৪, এল.নং ৫৬৫, এল.নং ৫৬৬, এল.নং ৫৬৭, এল.নং ৫৬৮, এল.নং ৫৬৯, এল.নং ৫৭০, এল.নং ৫৭১, এল.নং ৫৭২, এল.নং ৫৭৩, এল.নং ৫৭৪, এল.নং ৫৭৫, এল.নং ৫৭৬, এল.নং ৫৭৭, এল.নং ৫৭৮, এল.নং ৫৭৯, এল.নং ৫৮০, এল.নং ৫৮১, এল.নং ৫৮২, এল.নং ৫৮৩, এল.নং ৫৮৪, এল.নং ৫৮৫, এল.নং ৫৮৬, এল.নং ৫৮৭, এল.নং ৫৮৮, এল.নং ৫৮৯, এল.নং ৫৯০, এল.নং ৫৯১, এল.নং ৫৯২, এল.নং ৫৯৩, এল.নং ৫৯৪, এল.নং ৫৯৫, এল.নং ৫৯৬, এল.নং ৫৯৭, এল.নং ৫৯৮, এল.নং ৫৯৯, এল.নং ৬০০, এল.নং ৬০১, এল.নং ৬০২, এল.নং ৬০৩, এল.নং ৬০৪, এল.নং ৬০৫, এল.নং ৬০৬, এল.নং ৬০৭, এল.নং ৬০৮, এল.নং ৬০৯, এল.নং ৬১০, এল.নং ৬১১, এল.নং ৬১২, এল.নং ৬১৩, এল.নং ৬১৪, এল.নং ৬১৫, এল.নং ৬১৬, এল.নং ৬১৭, এল.নং ৬১৮, এল.নং ৬১৯, এল.নং ৬২০, এল.নং ৬২১, এল.নং ৬২২, এল.নং ৬২৩, এল.নং ৬২৪, এল.নং ৬২৫, এল.নং ৬২৬, এল.নং ৬২৭, এল.নং ৬২৮, এল.নং ৬২৯, এল.নং ৬৩০, এল.নং ৬৩১, এল.নং ৬৩২, এল.নং ৬৩৩, এল.নং ৬৩৪, এল.নং ৬৩৫, এল.নং ৬৩৬, এল.নং ৬৩৭, এল.নং ৬৩৮, এল.নং ৬৩৯, এল.নং ৬৪০, এল.নং ৬৪১, এল.নং ৬৪২, এল.নং ৬৪৩, এল.নং ৬৪৪, এল.নং ৬৪৫, এল.নং ৬৪৬, এল.নং ৬৪৭, এল.নং ৬৪৮, এল.নং ৬৪৯, এল.নং ৬৫০, এল.নং ৬৫১, এল.নং ৬৫২, এল.নং ৬৫৩, এল.নং ৬৫৪, এল.নং ৬৫৫, এল.নং ৬৫৬, এল.নং ৬৫৭, এল.নং ৬৫৮, এল.নং ৬৫৯, এল.নং ৬৬০, এল.নং ৬৬১, এল.নং ৬৬২, এল.নং ৬৬৩, এল.নং ৬৬৪, এল.নং ৬৬৫, এল.নং ৬৬৬, এল.নং ৬৬৭, এল.নং ৬৬৮, এল.নং ৬৬৯, এল.নং ৬৭০, এল.নং ৬৭১, এল.নং ৬৭২, এল.নং ৬৭৩, এল.নং ৬৭৪, এল.নং ৬৭৫, এল.নং ৬৭৬, এল.নং ৬৭৭, এল.নং ৬৭৮, এল.নং ৬৭৯, এল.নং ৬৮০, এল.নং ৬৮১, এল.নং ৬৮২, এল.নং ৬৮৩, এল.নং ৬৮৪, এল.নং ৬৮৫, এল.নং ৬৮৬, এল.নং ৬৮৭, এল.নং ৬৮৮, এল.নং ৬৮৯, এল.নং ৬৯০, এল.নং ৬৯১, এল.নং ৬৯২, এল.নং ৬৯৩, এল.নং ৬৯৪, এল.নং ৬৯৫, এল.নং ৬৯৬, এল.নং ৬৯৭, এল.নং ৬৯৮, এল.নং ৬৯৯, এল.নং ৭০০, এল.নং ৭০১, এল.নং ৭০২, এল.নং ৭০৩, এল.নং ৭০৪, এল.নং ৭০৫, এল.নং ৭০৬, এল.নং ৭০৭, এল.নং ৭০৮, এল.নং ৭০৯, এল.নং ৭১০, এল.নং ৭১১, এল.নং ৭১২, এল.নং ৭১৩, এল.নং ৭১৪, এল.নং ৭১৫, এল.নং ৭১৬, এল.নং ৭১৭, এল.নং ৭১৮, এল.নং ৭১৯, এল.নং ৭২০, এল.নং ৭২১, এল.নং ৭২২, এল.নং ৭২৩, এল.নং ৭২৪, এল.নং ৭২৫, এল.নং ৭২৬, এল.নং ৭২৭, এল.নং ৭২৮, এল.নং ৭২৯, এল.নং ৭৩০, এল.নং ৭৩১, এল.নং ৭৩২, এল.নং ৭৩৩, এল.নং ৭৩৪, এল.নং ৭৩৫, এল.নং ৭৩৬, এল.নং ৭৩৭, এল.নং ৭৩৮, এল.নং ৭৩৯, এল.নং ৭৪০, এল.নং ৭৪১, এল.নং ৭৪২, এল.নং ৭৪৩, এল.নং ৭৪৪, এল.নং ৭৪৫, এল.নং ৭৪৬, এল.নং ৭৪৭, এল.নং ৭৪৮, এল.নং ৭৪৯, এল.নং ৭৫০, এল.নং ৭৫১, এল.নং ৭৫২, এল.নং ৭৫৩, এল.নং ৭৫৪, এল.নং ৭৫৫, এল.নং ৭৫৬, এল.নং ৭৫৭, এল.নং ৭৫৮, এল.নং ৭৫৯, এল.নং ৭৬০, এল.নং ৭৬১, এল.নং ৭৬২, এল.নং ৭৬৩, এল.নং ৭৬৪, এল.নং ৭৬৫, এল.নং ৭৬৬, এল.নং ৭৬৭, এল.নং ৭৬৮, এল.নং ৭৬৯, এল.নং ৭৭০, এল.নং ৭৭১, এল.নং ৭৭২, এল.নং ৭৭৩, এল.নং ৭৭৪, এল.নং ৭৭৫, এল.নং ৭৭৬, এল.নং ৭৭৭, এল.নং ৭৭৮, এল.নং ৭৭৯, এল.নং ৭৮০, এল.নং ৭৮১, এল.নং ৭৮২, এল.নং ৭৮৩, এল.নং ৭৮৪, এল.নং ৭৮৫, এল.নং ৭৮৬, এল.নং ৭৮৭, এল.নং ৭৮৮, এল.নং